সোলেনতুনা

সুখের অসুখ

আমেরিকান পুলিশের দ্বারা নির্যাতিত ও বিধ্বস্ত হয়ে বিপন্ন জীবন নিয়ে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে আমেরিকা ছেড়ে সুইডেনে পালিয়ে এসেছে একজন সংগঠন কর্মী। তার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার জটিলতা নিয়ে এ প্রতিবেদন...

লিখেছেন সুইডেন থেকে **দেলওয়ার হোসেন**

ন্যাড়া কি কভু বেলতলা যায়– এ কথাটা বহুল প্রচলিত হলেও এর বিপরীত ঘটনাও যে ঘটে তার একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো সুইডেনে জনৈক আমেরিকান নাগরিকের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা। 'সব পেয়েছির দেশ' তথা পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও ধনী মুলুক আমেরিকায় পাড়ি দেয়া যখন দুনিয়ার প্রায় তাবৎ মানুষের কাছে একটি স্বপ্নের মত ব্যাপার তখন এই স্বপ্নপুরীর কোনো মানুষের ভিন্ দেশে আশ্রয় খোঁজাটা রীতিমত 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়' প্রবচনের মতই শোনাবে বৈকি! এ ঘটনাটি বিপাকে ফেলেছে সুইডিশ সরকারকে। বিপাকে পড়েছে আমেরিকার কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্য থেকে ছুটে আসা মিঃ রিট গোল্ডস্টেইন সুইডেনে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে। সুইডিশ সরকার নিজ যুক্তিতে অনড় থেকে বলছে– বিশ্বের মধ্যে পূর্ণ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিপালনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে স্বীকৃত আমেরিকার কোন নাগরিকের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করার তেমন যুক্তি নেই।

কিন্তু যুক্তি আছে মিঃ গোল্ডস্টেইনের। শুধু যুক্তিই নয়, আমেরিকায় হয়েছে তার জীবন-মরণ সমস্যা, হয়রানি, নির্যাতন, নিপীড়ন ও প্রাণনাশের হুমকির সম্মুখীন হয়ে ভিটে-মাটি ত্যাগ করে তাকে আসতে হয়েছে সুইডেনে প্রাণ রক্ষার্থে এবং নিরাপদ জীবন যাপনের লক্ষ্যে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার এটিই হলো সবচেয়ে বড় যুক্তি। সুতরাং যে দেশেই সে জন্মাক অন্তত এই গ্রাউন্ডে কারো রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার অবশ্যই আছে।

গোল্ড স্টেইনের কাহিনীটা তেমনই। আমেরিকা স্বপ্নের দেশ হলেও সে সুইডিশ ইমিগ্রেশনে যে কাহিনী বর্ণনা করেছে তা ' প্রদীপের নিচেই আঁধার' এই সত্যটিকে স্বপ্নপুরী আমেরিকার ক্ষেত্রেও যোগ করার প্রয়াস পেয়েছে। তবে এ আঁধারে গোটা আমেরিকা ডুবে নেই। এ আঁধার আমেরিকার স্বাভাবিক চিত্র নয়, কদাচিৎ ঘটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মলিন চিত্র তো সবখানেই থাকতে পারে। সুইডিশ ইমিগ্রেশনের মোটি-ভেশন এটাই। সুইডিশ ইমিগ্রেশন (মিগ্রেশন ভার্কেট) তার আবেদন পর পর দু'বার নাকচ করে বলেছে, গোল্ডস্টেইন নিগৃহীত হয়েছে প্রাইভেট পুলিশের দ্বারা, কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির দ্বারা নয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই সে বিচার বিভাগের সাহায্য নিতে পারতো। এবং সেখানেই সব কিছুর সুরাহা হতো। সুতরাং গোল্ডস্টেইনের ভিন্ দেশে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়টি অপরিহার্য নয়। আবেদন নাকচ হবার পরেও সুইডেন ত্যাগ না করার কারণে ইতোমধ্যে গোল্ডস্টেইনকে অবৈধ বসবাসকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমেরিকা ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তেই ইমিগ্রেশন অনড় মনোভাব গ্রহণ করে বসে আছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এখন মুখর সুইডেনের প্রধান পাঁচটি রাজনৈতিক দল। এর মধ্যে সরকারে অন্তর্ভুক্ত পরিবেশপন্থি ও বামপন্থি দু'টি দলও রয়েছে। বিতর্কে তারাও মেতে উঠেছে। আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিকের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন কেন গ্রাহ্য করা হবে না এর জবাবদিহিতা এবং অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করার জন্যে ৫টি দলই এখন সুইডিশ সরকারকে চাপ প্রয়োগ করছে।

গত বছর (২০০০ সালে) জানুয়ারি থেকে নবেম্বর পর্যন্ত সুইডেন রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ১৮। এর মধ্যে ৬ হাজার ৩শ' ৪৯ জন সুইডেনে পারমানেন্ট রেসিডেন্স পারমিট পেয়েছে। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে ইরাক, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা এবং যুগোস্লাভিয়ানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে বছর কয়েক যাবৎ ইরাকিরা (বিশেষ করে কুর্দিরা) সাদ্দামের বদ খাস্লতের অজুহাতে সুইডেনের পি আর পি প্রাপ্তিতে শীর্ষ স্থান দখল করে আছে।

মক্কা

একজন রাষ্ট্রপতির রাজকীয় বিয়ে

বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট। সিরিয়ার সুন্দরী আল আখরাসকে বিয়ে করে প্রেসিডেন্ট এখন আলোচনার শীর্ষে

সম্প্রতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম অগ্রদূত যুবনেতা সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার হাফেজ আল আসাদ। বিগত বছর পিতার মৃত্যুর পর পরই সিরিয়ার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব মোটামুটিভাবে তার ওপর পড়তে থাকে। আর এতে করেই তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়েন। আর এর পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রিধারী বাশার আল আসাদ সম্প্রতি বিয়ে করেছেন ইংল্যান্ডে বসবাসকারী সিরিয়ার সুন্দরী উচ্চ শিক্ষিতা তরুণী আসমা আল আখরাসকে। তাকে নিয়েই চলছে বর্তমান সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের সংসার জীবনের চালচিত্র। বছর তিনেক পূর্বে ইংল্যান্ডের এক হাসপাতালে চক্ষু অপারেশনে পরিচয় হয় বাশার আল হাফেজের সাথে আসমা আল আখরাসের। আর সেই সময় থেকে একে অন্যের মধ্যে জানাশোনা শুরু হয়। সেই সূত্রেই আজকের এই পরিণয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া আর অবশেষে এ বছরের প্রথম ভাগে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কম্পিউটার সায়েন্সে ইংল্যান্ডের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আসমা আল আখরাসের দুই ভাই আর এক বোনের মধ্যে সেই সবচেয়ে বড়। সপরিবারে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী আসমার পরিবারের সবাই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। আসমা আল আখরাস ইউরোপ, আমেরিকাসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন সংস্থায় খন্ডকালীনভাবে কাজ করেছেন। আসমা প্রতিনিয়ত কাজ পাগল মানুষ। কাজই তার প্রিয় বিষয়। উটের দৌড় তার প্রিয় বিষয়।

হাফেজ আল আসাদ

আসমা আল আখরাস

আলহাজ জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু
Holy Makkah, K.S.A

কুয়েত

পরবাসী নীল কষ্ট!

প্রবাসে হাজারো কষ্ট, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি জানা সত্ত্বেও মানুষ ছুটছে। কেন? দেশে কোনো নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নেই বলে?

একসাথে চাকরি করতাম। বেতন পেত চারশ' কুয়েতি দিনার (১ দিনার= প্রায় ১৮০ টাকা)। সেই সাথে ছিল Overtime, থাকা, খাওয়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ ৭০ দিনারে ভালোভাবে হয়ে যায়। তার স্বপ্ন ছিল আমেরিকা যাওয়ার। অনেক বোঝানোর পরও সে শুনল না। কোনো এক মাধ্যমে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে চলে গেল আমেরিকা। কেমন আছে আমেরিকায় তা জানতে চাইলে সে বলে, 'জীবনে যে ভুল করেছি তার খেসারত কতদিন দিতে হবে জানি না'। তার কাছে স্বপ্নের আমেরিকা এখন দুঃস্বপ্ন মনে হয়। আমেরিকায় সে অবৈধ। অবৈধদের নাকি অনেক সমস্যা। কাজ পাওয়া গেলেও মজুরি কম। অনেক সময় মজুরিও ঠিকমত মেলে না।

সাইপ্রাসে পরিচয় সিলভিয়ার সাথে। আমেরিকান। এক ছেলে এক মেয়ে সিলভিয়ার। ছেলে-মেয়ে দু'জনই থাকে তাদের মত। সিলভিয়ার স্বামী নেই। প্রচুর অর্থের মালিক। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কচিৎ ফোনে কথা হয়। বড় নিঃসঙ্গভাবে কাটে সিলভিয়ার সময়। তাই হয়ত দেশভ্রমণ করে তার নিঃসঙ্গতা দূর করার চেষ্টা করে। প্রায়ই মনটা উদাস হয়ে যায় সিলভিয়ার। মাঝেমধ্যে আমাকে লেখে, বিশেষ দিনে কার্ড পাঠায়। আমিও লিখি, কার্ড পাঠাই সিলভিয়াকে। দক্ষিণ এশিয়া ঘুরে এসে আমাকে লিখেছিল, 'তোমাদের পারিবারিক বন্ধন খুবই মজবুত, ভালো লাগল। বেঁচে থাকার জন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও একের প্রতি অন্যের যে সহানুভূতি তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এও লিখেছে, 'তুমি যদি আমেরিকা আসতে চাও তবে আমি সে ব্যবস্থা করতে পারি।' সিলভিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছি, 'আমি এখানে ভালো আছি। আমি নিজের চেষ্টায় এতদূর এসেছি। আগামীতেও যা করার নিজেই করব। তোমার দেশে আমি মিলিওনিয়ার বা বিশাল অট্টালিকার মালিক হলেও আমি সেখানে সব সময়ই বিদেশী। ঐভাবে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমার দেশ আছে। আমি সেখানেই ফিরে যাব। কারণ, আমার দেশকে আমি ভালোবাসি।'

১৯ জানুয়ারি সংখ্যা সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত 'গন্তব্য আমেরিকা' পড়ে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। চাকরির দায়িত্বের জন্য আমাকে অনেক দেশে যেতে হয়। ইউরোপে আমার দেশের কত তরতাজা ছেলেকে দেখেছি ফেরি করছে, ফুল বিক্রি করছে প্রচন্ড শীতের মধ্যে। এ কাজের জন্য আমি তাদের হেয় করছি না। সৎ উপায়ে উপার্জনকে আমি সম্মান করি। কষ্ট লাগে, যে অর্থ ব্যয় করে বিদেশে এসে যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে ঐ অর্থ দিয়ে দেশে কি কিছুই করা যেত না! আর MiddleEast-এর অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। এখানে ৯৫% বাঙালির অবস্থা খুবই করুণ।

আদিব মাহমুদ , কুয়েত

ব্রুনাই

কাউন্সিলরই যথেষ্ট

ব্রুনাইতে বাংলাদেশ মিশনের বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া আর কোনো কাজ আছে বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা ভেবে দেখার মতো

ব্রুনাই আমাদের সীমান্তবর্তী পাশের কোনো দেশ নয়। মাত্র তিন লাখ অধ্যুষিত এ দেশটিতে তেমন কোনো শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠেনি বা অদূর ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। যে কারণে এদেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতের সুযোগ একেবারেই ক্ষীণ। তাছাড়া ব্রুনাইতে স্বল্প-সংখ্যক জনসংখ্যার মাঝে এ মিশন প্রতিষ্ঠার গত তিন বছরেও আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টি করা যায়নি বা তা রপ্তানির সম্ভাবনাও ভবিষ্যতে কম। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মত এখানে আমাদের ব্যাপক সংখ্যক জনশক্তিও নেই। তাই স্বল্প সংখ্যক বাংলাদেশীদের জন্য ব্রুনাইতে বাংলাদেশ মিশনের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদবীধারীদের উচ্চাবিলাসী জীবনযাত্রার পেছনে দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করাটা কতটুকু বাঞ্ছনীয় তা পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়ের অভিজ্ঞ কর্তাব্যক্তিগণ একবারও কি একটু ভেবে দেখেছেন? ব্রুনাই'র মত কম গুরুত্বপূর্ণ এ মিশনে গুরুত্বপূর্ণ পদবীধারী মিশন প্রধান স্বয়ং আদম ব্যবসায় সরাসরি জড়িয়ে পড়েন নতুবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা বিতর্কেরও জন্ম দিয়ে থাকেন। কেননা সাবেক স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের সময়ে প্রথম এখানে যখন বাংলাদেশ মিশন চালু করা হয় তখন স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জামাতাকে হাই-কমিশনার হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। ব্রুনাইতে বাংলাদেশ মিশনের হাইকমিশনার, কাউন্সিলর, পারসোনাল অফিসার, হিসাব রক্ষক, হাইকমিশনারের ড্রাইভার, অফিস সহকারী, বাবুর্চি, আয়া ইত্যাদি পদবীধারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর এত জনবল অনর্থক নিয়োগ না দিয়ে ব্রুনাই'র মত কম গুরুত্বপূর্ণ ও অলাভজনক এ ছোট্ট মিশনে সচিব বা কাউন্সিলরসহ দু'তিন জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়াটাই যুক্তিযুক্ত বলে এখানকার বাংলাদেশীরা মনে করছেন। তাতে বিপুল অংকের অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সাশ্রয়কৃত অর্থ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মিশনে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য খাতে ব্যয় করা সম্ভব।

Mirza Zakir, P.O Box No- 1324, Gadong-3113, B.S.b.Brunei

সিউল

দে শ প্রে ম

কোরিয়ানদের দেশপ্রেম অসাধারণ। যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে একযোগে

রাস্তা থেকে তুষার সরিয়ে ফেলা হচ্ছে

মোট আয়তনের ৭০ ভাগ পাহাড় ঘেরা দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও এগিয়ে চলছে। দিন দিন উন্নত হচ্ছে জীবনযাত্রার মান। এদেশের মানুষ ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে যেন এগিয়ে চলছে নিত্য নতুন উদ্ভাবনায়। কোনো প্রতিকূল অবস্থাই এদের দমিয়ে রাখতে পারে না। কখনো কখনো শীতের তীব্রতা মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাপমাত্রা মাইনাস ৩০০ সে বা তারও বেশিতে গিয়ে পৌছে। কখনো প্রচন্ড তুষারপাত রাস্তাঘাটে চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। সবুজ গাছপালাগুলো তুষারপাতের কারণে বর্ণহীন হয়ে যায়। আবার সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই রাস্তা ঘাট থেকে তুষার সরিয়ে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়। এ দেশের মানুষের আছে আকাশ চুম্বি দেশপ্রেম এবং অসাধারণ কর্মস্পৃহা, নৈতিকতা ও স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। যা একটা দেশ উন্নত হতে প্রধান সহায়ক। এদেশের মানুষের দেশপ্রেম যে কত গভীর তা যারা স্ব-চোখে দেখেছে শুধু তারাই বুঝতে পেরেছে। যেমন ১৯৯৭ সালের শেষে দিকে যখন এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মারাত্মক সংকটাপন্ন হয় নতুন সরকার কোনোভাবেই যখন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারছিল না তখন বাধ্য হয়ে ঋণ নিয়েছিল আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে। সরকার দেশের মানুষকে সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত বাড়াতে বললো। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জমা দিল এবং সরকারকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিল। সরকারও আই এম এফ নামক কাল ব্যাধিকে অল্প সময়ের মধ্যেই বিদায় করতে সক্ষম হলো।

Syed kay Khasru (Rajon), Jonggok Dong 252-6, Kwang Jinku, Seoul, South Korea

লন্ডন

জিম মরিসনের সমাধি

প্যারিসের ঐতিহাসিক বাস্তিল এলাকার কাছেই জিম মরিসনের সমাধিস্থল। এখানে আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি রয়েছে

এবার ফ্রান্স গিয়েছিলাম ইউরোস্টার-এ চড়ে। তিন ঘন্টার রেল ভ্রমণ। লন্ডন ওয়াটারলু স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল সকাল সাতটা নাগাদ। সঙ্গে ছিল জিয়া এবং মনি।

প্যারিসের ঐতিহাসিক বাস্তিল এলাকার এক ছোট্ট হোটেলে আমাদের বুকিং ছিল। দু'দিনের আন্ডার গ্রাউন্ড রেলের টিকেট কিনেছিলাম, যাতে এদিক-সেদিক ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারি। বিকেলের দিকে জিয়া বললো, জিম মরিসনের সমাধিস্থল বাস্তিল থেকে খুবই কাছে। হেঁটে যাওয়া যায়।

পরদিন ৭ জানুয়ারি সকাল দশটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠলাম। তারপর জিম মরিসনের কবর দেখতে যাওয়া। দশ মিনিট হাঁটার পরই শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাট সমাধিস্থলে পৌঁছলাম। ফুল কেনা হলো। এক দোকান থেকে অনুরোধ করে পাওয়া গেল পোস্টার সাইজের কাগজ।

জিয়ার বাল্যবন্ধু সাব্বির ঢাকায় থাকে। জিয়া কথা দিয়ে এসেছিল, জিম মরিসনের সমাধির ওপর সাব্বিরের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে। সাব্বির গায়ক জিম মরিসনের ভক্ত।

আমি বললাম, আরেকটি কাগজে বাংলাদেশের পপ শিল্পের গুরু আজম খান এবং বর্তমান জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পী যথাক্রমে নগর বাউলের জেমস এবং আর্কের হাসানের তরফ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হোক। মনিরের হাতের লেখা চমৎকার, বড় বড় হরফে মনি বাংলায় লিখে ফেললো।

কবরস্থানের ভেতর ঢুকলাম। লেখক অস্কার ওয়াইল্ডসহ সব নামী-দামী লেখক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দার্শনিকদের সমাধি দেওয়া হয়েছে এখানে। মনি ম্যাপ ধরে ধরে আমাদেরকে গাইড করছিল। তারপর পৌঁছে গেলাম সেই বিশেষ স্থানে যেখানে জিম মরিসন চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। বেশ লোকজনের ভিড়। কিন্তু থমথমে পরিবেশ। আমাদের পক্ষ থেকে ফুল এবং কাগজে লেখা শ্রদ্ধার্ঘ্য রাখা হলো। সবাই উৎসুক দৃষ্টি মেলে দেখছে আমাদের। তারপর ছবি তোলার পালা। অনেকগুলো ছবি তোলা হলো।

Tarik Rana Chowdhury
56 Leman Street, London E1 8EU, England

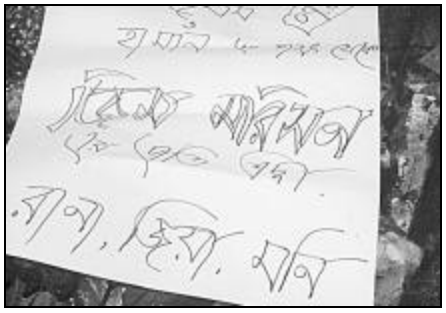

জিম মরিসনকে শ্রদ্ধা নিবেদন

মরিসনের সমাধিস্থলে, প্যারিস

জার্মানি

লিখতে পারছি না...

দেশের সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের খবর পড়ে প্রবাসে এই মুহূর্তে তুষারের শ্বেত-শুভ্রতা সৌন্দর্যের প্রতীক না মনে হয়ে মনে হচ্ছে লাশের ওপর সাদা কফিন

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রবাসীদের পাতায় পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকে যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, প্রবাসের বৈচিত্রময় ও বর্ণময় কাহিনী অথবা প্রবাসের সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে লেখার জন্য। প্রবাসীরা এসব নিয়ে লেখেনও। কিন্তু প্রবাসের বৈচিত্রময় ও বর্ণময় কাহিনী ম্লান হয়ে যায়, যখন দেশের পত্র-পত্রিকা বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের অশান্ত, অরাজকতামূলক পরিবেশের সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছে। গত রাতে আবার বেশ তুষারপাত হয়েছে এখানে। সকালে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম রাস্তা, বাড়িগুলোর ছাদ আর গাড়িগুলো তুষারে ঢাকা। দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যকে নিয়ে কিছু একটা লেখা যায়। কিন্তু পরক্ষণে এই তুষারের ধবধবে সাদা রং আমাকে গত ২১ জানুয়ারি ইন্টারনেটের সংবাদের কথা মনে করিয়ে দিলো। ঐ দিন সংবাদপত্রে উল্লেখ ছিলো যে, পল্টনে সিপিবি'র জনসভায় বোমা বিস্ফোরণে ৪ জনের মৃত্যু এবং আহত অনেকে। ২০ জানুয়ারির এই মর্মান্তিক ঘটনা শোনার পর থেকে আমাকে অশান্ত করে তুলেছে। আমি ভাবছি আর ভাবছি, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরও কেন এমন ঘটনা ঘটলো। এই মুহূর্তে তুষারের শ্বেত-শুভ্রতা আমার কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক না মনে হয়ে মনে হচ্ছিল, ২০ জানুয়ারি বর্বরদের বোমার আঘাতে নিহত ৪ জনের লাশের ওপর সাদা কফিন। মনের ভেতর স্থান, কালের পার্থক্যের সাথে সাদা রংয়ের অবস্থানগত পার্থক্যও অনুভব করলাম।

অনুভূতির এই লগ্নে প্রবাসীদের সমস্যা, নিজের সমস্যা, বর্ণময় আর বৈচিত্রময় প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা– কিছুই মনের পর্দায় আসছিলো না। শুধু মনে হচ্ছিলো যে এই সময় দেশে থাকলে, মিছিল করে প্রতিবাদের সাহস না পেলেও অন্তত মৌখিকভাবে আমার মনের ভাব প্রতিবাদী ভাষায় কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে বলতে পারতাম। কিন্তু আজ প্রবাসে অবস্থানের কারণে আমি সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। সিপিবি'র সমাবেশে এই বোমা বিস্ফোরণকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট দলের ওপর আক্রমণ মনে করি না। এই আঘাত হচ্ছে গণতান্ত্রিক তথা বিকল্প ধারার রাজনৈতিক শক্তির ওপর আক্রমণ। সুতরাং দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে এবং এ ধরনের ঘটনাকে প্রতিহত করতে হলে দেশে ও প্রবাসে সব প্রগতিশীল শক্তিকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

শাহ আলম শান্তি
জার্মানি

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.